ST. LAWRENCE HIGH SCHOOL
A JESUIT CHRISTIAN MINORITY INSTITUTION

Sub: Bengali Study material 4 Date -14-05-2020 Class: 12

1st Term

পড়তে জানে এমন এক মজুরের প্রশ্ন

- বের্টোল্ট ব্রেখ্‌ট

বের্টোল্ড ব্রেখ্‌ট– জন্ম- ১৮৮০সালের ১০ই ফেব্রুইয়ারি আউসর্বার্গে। কবি বাভারিয়ার ভালোমানুষ হয়ে জীবন কাটাতে চেয়েছিলেন। একটি মেডিকেল স্কুলেও ভর্তি হয়েও ছিলেন। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধ সমস্ত কিছু ওলট-পালট করে দিয়েছিল। বাবার প্রভাবে একটি সামরিক হাসপাতালে কাজ পান। সেখানে যুদ্ধ ফেরৎ সৈন্যদের শুশ্রূষা করার কাজ পান। তিনি একজন বিখ্যাত নাট্যকারও ছিলেন। 'দ্যা থ্রি পেনি অপেরা' নাটকটি তিনি লিখেছিলেন। এই নাটক তাকে বিখ্যাত করা তুলেছিল।

শব্দার্থ – লিমা – পেরুর রাজধানী , বাসা – বাসস্থান , জয়তোরণ – জয় সূচক সিংহদ্বার , মহনীয় – পূজনীয়, প্রাসাদ -অট্টালিকা , উপকথা – উপাখ্যান , আটলান্টিস – পুরান অনুসারে সমুদ্রে হারিয়ে যাওয়া একটি দ্বীপ, গল্ -একটি উপজাতি সম্প্রদায় , নিপাত -ধ্বংস , আর্মাডা – স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঠানো রণতরির বহর ,

কবিতার মূল বক্তব্য - শিক্ষা মানুষকে সচেতন করে। তাকে ভাল-মন্দের বিচারবোধ জাগ্রত করে। সাধারনত মজুর শ্রেণির মানুষদের এই বোধ থাকে না। তাই তারা তাদের উপর অবিচারের বিষয়টি তাদের ভাগ্যের উপরেই ছেড়ে দেয়। মানব সভ্যতার পিলসুজ তারা। পিলসুজের মতই তারা অন্ধকারেই বিরাজ করে। তাদের শ্রমের উপযুক্ত মূল্য তারা পায় না। পায় না সামাজিক মর্যাদা। উচ্চশ্রেণির মানুষেরা তাদের কাজে লাগিয়ে নিজেদের আখের গোছায়।

সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের কারিগর তারাই। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন –

" শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ পরে

ওরা কাজ করে" -

ওরা হল সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ। যারা –

"চিরকাল টানে দাঁর ধরে থাকে হাল"

যারা-

"মাঠে মাঠে বীজ বোনে পাকা ধান কাটে"

তারাই সভ্যিতার ধারক বাহক।

এই কবিতার মজুরটি পড়তে জানে বলেই তার মনে প্রশ্ন আসে। সভ্যতার আশ্চর্য স্থাপত্য তাদের মত মানুষ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু **" বইয়ে লেখে রাজার নাম "**। তাই তার প্রশ্ন –

" রাজারা কী পাঠর ঘাড়ে করে আনত ? "

লিমা , ব্যাবিলনের উদ্যান , চীনের প্রাচীর শ্রমজীবী মানুষেরই সৃষ্টি। কিন্তু তাদের কথা কউ জানে না।

সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন ঘটে। এক সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তুপের ওপড় সৃষ্টি হয় আর এক সাম্রাজ্য। সব ঘটনার কারিগর শ্রমজীবী মানুষ। কিন্তু সমাজে বা ইতিহাসের পাতায় তাদের কোনো স্থান নেই। এই সব প্রশ্নই জাগ্রত হয় পড়তে জানা মজুরটির মনে।

প্রশ্ন ও উত্তর সংকেত :

১. 'পড়তে জানে এমন এক মজুরের প্রশ্ন' কবিতাটিতে মজুরটির মনে এমন প্রশ্ন এসেছিল কেন ? ৫

- শিক্ষা মানুষকে সচেতন করে। তাকে ভাল-মন্দের বিচারবোধ জাগ্রত করে। সাধারনত মজুর শ্রেণির মানুষদের এই বোধ থাকে না ,কারন তারা শিক্ষার সুযোগ পায় না। তাই তারা তাদের উপর অবিচারের বিষয়টি তাদের ভাগ্যের উপরেই ছেড়ে দেয়। কিন্তু এই মজুরটি পড়তে জানে, অর্থাত সে শিক্ষিত। তাই তার মনে এই প্রশ্ন জাগে।

- কবিতার ভাববস্তু আলোচনা করে এই বিষয়টি বলতে হবে।

২. " বইয়ে লেখে রাজার নাম।" – একথা কারন কী ? ১

- পৃথিবীর যে কোনো স্থাপত্য , ভাস্কর্য , সভ্যতা সমস্ত কিছুই শ্রমজীবী মানুষদের সৃষ্টি। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় তাদের কোনো স্থানই নেই। সেখানে রাজার নামই লেখা থাকে। সেই কারনেই একথা বলা হয়েছে।

৩. "সেখানে কি সবাই প্রাসাদেই থাকত।" – 'সবাই' বলতে কাদের কথা বলা হয়েছে ? ১

- প্রশ্নের এই অংশে সবাই বলতে শ্রমজীবী মানুষদের কথা বলা হয়েছে।

৪. "একলাই না কি ?"- কোন প্রসঙ্গে একথা বলা হয়েছে ? ১

- প্রশ্নের এই অংশে আলেকজান্ডারের ভারত জয়ের কথা বলা হয়েছে। গ্রীক বীর একলা ভারত জয় করতে পারেননি। তার সঙ্গে ছিল বিশাল সেনাবাহিনী। সাধারন মানুষ ছাড়া কোনো রাজার পক্ষে একলা সাম্রাজ্য গড়ে তোলা সম্ভব নয়। সেই প্রসঙ্গেই একথা বলা হয়েছে।

৫. "আর কেউ কাঁদেনি ? " – মজুরের মনে এই প্রশ্ন কেন ? ১

- প্রশ্নের এই অংশে আর্মাডা ডুবে যাওয়ার কারনে ফিলিপের কান্নার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সেই ঘটিনায় যে সব সাধারন মানুষ মারা গেছে তাদের পরিবারের কান্নার কথা কারো মাথায় আসেনি। সে কারনেই মজুরের মনে এই প্রশ্ন এসেছে।

৬. " কে জিতেছিল , একলা সে ? " – এই প্রশ্নের তাৎপর্য কী ? ১

- রাজার আসল শক্তি তার সেনাবাহিনী। সেনাবাহিনীর সকলেই সাধারন মানুষ। তাই সাত বৎসরের যুদ্ধ করে দ্বিতীয় ফ্রেডারিক যে জিতেছিল তার আসল কৃতিত্ব ছিল তাদেরই। সেই কারনেই এ কথা বলা হয়েছে।

৭. " পাতায় পাতায় জয়" – কীসের জয়ের কথা বলা হয়েছে ? ১

- সাম্রাজ্যের উত্থানের কথা বলা হয়েছে। যেখানে জয়ের কান্ডারী সাধারন মানুষের কোনো গুরুত্ব থাকে না।

৮. "দশ-দশ বছরে এক-একজন মহামানব " – ' মহামানব'বলতে কাদের কথা বলা হয়েছে ? ১

- প্রায় দশ-দশ বছরে এক-একটি সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটে। সেই সাম্রাজ্যের অধিপতির কথাই এখানে বলা হয়েছে।

Sukanta Ghosh